

ক্লোরানিক বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য মজানো -২

-জাহেদ আহমদ

anondomela@yahoo.com

[পর্ব-১ পড়তে এখানে ক্লিক করুন: http://www.mukto-mona.com/Articles/jahed/koranic_science_origin1.pdf]

চারঃ

জামিলুল বাসারের কাছে* আমার মূল প্রশ্ন ছিল- বিজ্ঞানের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন একটি আবিষ্কার ও তিনি দেখাতে পারবেন কি-না, যা ক্বোরাণ বা অন্য কোন ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখিত সূত্রের ভিত্তিতে করা হয়েছে। স্পষ্ট করে আমি স্ট্যান্ডার্ড যে কোন সাইনস জার্নালের রেফারেনস চেয়েছিলাম। জামিলুল বাসার তা পারেননি। স্বীকার ও করেছেন অক্ষমতার কথা, তবে কিছুটা ফাঁক রেখে। তাই বলেছেন, *স্বীকার করছি যে, ক্বোরাণের দোহাই দিয়ে কেহ আবিষ্কারের কথা বলেননি।* তবে এ ও বলতে ভুলেন নি- *তার অর্থ এ নয় যে, ক্বোরাণে বিজ্ঞানের কথা নেই! বা ক্বোরাণ আবর্জনা!* পাঠক, লক্ষ করুন, আমি কিন্তু ক্বোরাণকে *আবর্জনা* বলিনি। বলেছি, কেবলমাত্র অবচীনেরাই ক্বোরাণে বিজ্ঞান খোঁজে পায়। তথাপি ক্বোরাণকে পাছে কেউ *আবর্জনা* ভেবে বসে- এই হীনমন্যতা থেকে মুক্তি পেতে জামিলুল সাহেব ক্বোরাণকে রীতিমত একটি বিজ্ঞান গ্রন্থ এবং মুহম্মদকে একজন *মহাবিজ্ঞানী* বানিয়ে ফেলেছেন। অনেক শিক্ষিত মুসলমানই এটা করে। আমি এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আমার লেখার ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। তবে জামিল সাহেব ভাল করে জানেন যে, *দুয়ে দুয়ে চারের মত মুহম্মদ ও ক্বোরাণের সাথে বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি মোটেও সার্বজনীন কোন সত্য নয়।* আর তাই তিনি তার প্রবন্ধে অনেক অহেতুক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, নাস্তিকদের ইসলামের 'মহাসত্যের' সবক দিয়েছেন পুরোনো সব আয়াতের কথা উল্লেখ করে। তা তিনি করতে পারেন, আপত্তি নেই আমার; কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধের নাম দিয়েছেন, *'জনাব জাহেদ আহম্মদের সৌজন্যে'* (আমি নামের শেষে 'আহম্মদ' লিখি না, 'আহমদ' লিখি, যদি ও এটা কোন ইস্যু নয়)। আমার ভয় হয়, এ ধরনের অহেতুক এবং প্রায়শই একগুঁয়ে টাইপ লেখা পড়তে গিয়ে পাঠক-পাঠিকারা আবার আমাকে গালি দেন কি-না এই বলে *ব্যাটার জন্য এই উৎপাত সহ্য করতে হচ্ছে!*

জামিল সাহেবের লেখাটি পড়লে পাঠকের ধাঁধা লেগে যেতে পারে। মূল বিষয়টা যে আসলে *ক্বোরাণ বনাম বিজ্ঞান*, এটি সহজে বোঝার উপায় নেই। তিনি আমার লেখার জবাব (নাকি, হেদায়াতের নসিহত?) শুরু করেছেন 'মহান ইসলাম' বিষয়ে বিরাট সুদীর্ঘ একটি ভূমিকার মাধ্যমে যাতে আমার আদৌ কোন আগ্রহ নেই। অতঃপর একের পর এক--দশটি আয়াত বর্ণনা করলেন কী উদ্দেশ্যে বুঝতে পারলাম না, কারণ এসবতো ইতিপূর্বে বহুবার শুনেছি। নিজে এত কষ্ট করার এবং আরেকজনকে কষ্ট দেয়ার কী এত দরকার? হয়তো ভেবেছেন, ইহজনমে যদি অন্তত একজন নাস্তিককে ও বশে আনতে পারি, তাহলে পরকালটা নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না।

বিজ্ঞানের সাথে ক্বোরাণের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জামিলুল বাসার যা বলেছেন এবং যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে তাঁকে আমার বাংলাদেশের একজন হাতগণক জাতীয় লোকের বেশি কিছু মনে হয়নি। প্লিজ, এটাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসেবে নিবেন না। সত্যি সত্যি আমার তাই মনে হয়েছে, বিশেষ করে হাসি চেপে রাখতে পারিনি যখন এই লাইন কটি পড়েছিঃ *সেই ১৪ শত বৎসর পূর্বে মোহাম্মদ (সা) বলে গেছেন। এগুলি ডারউইন, আইনস্টাইন, হকিংস এবং মিঃ পালের সুপারভাইজারের শপথনামার সংগে বেশি-কম মিলে যায় কি-যায় না?..... হাঁ বা না উত্তর দেয়ার সং সাহস নেই বলেই কি বিষয়বস্তুর পট পরিবর্তন করা হয়!* উত্তরে বলব, না। মুহম্মদের আপনার বর্ণিত উক্তির সাথে ডারউইন, আইনস্টাইন, হকিনস প্রমুখদের গবেষণার মিল তো দূরের কথা, বরং আপনার উদ্ধৃতিগুলি প্রমাণ করে এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে ও মুহম্মদের উম্মতকুল কতটা গহীন অন্ধকার ও ভয়াবহ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। আসুন আপনার উক্তি (নিচে ইটালিক) থেকেই প্রমাণ দেইঃ

আপনি লিখেছেন, ক্বোরাণ বলেছেঃ

কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় দিয়ে গবেষণা বিচার বিশ্লেষণ করে গ্রহণ বর্জন করবে। কারণ উহাদের প্রত্যেকটির স্বীয় কর্মের জবাব দিহি করতে হবে। বলেন তো কবে, কোথায় আইনস্টাইন, ডারউইন, হকিনস বা অন্য কোন বিজ্ঞানী বলেছেন কিংবা বিজ্ঞানের কোথায় উল্লেখ আছে যে, *কর্ণ, চক্ষু, প্রত্যেকটি স্বীয় কর্মের জবাবদিহি করে বা করবে?* আশা করি জবাব দেবেন। *রক্ত, বীর্য, শুক্রকীট, ভ্রূন, জড়পিণ্ড, ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে তোমাদের আকৃতি দেই। জীবন ফুকে দেই, অতঃপর পূর্ণ মানব রূপে তোমাদের আবির্ভাব হয়।* এখানে *জীবন ফুকে দেবার* বাইবেল-ক্বোরাণিক তত্ত্বের সাথে বিজ্ঞানের কী সম্পর্ক? নাকি, এটা ও আইনস্টাইন, ডারউইন বলে গেছেন? আসল ব্যাপার হচ্ছে, জীবনের সৃষ্টি সম্পর্কিত বাইবেল-ক্বোরাণিক বর্ণনার সাথে বিজ্ঞানের শুধু যে অমিল তা নয়, বরং ক্বোরাণের বর্ণনায় রয়েছে প্রচুর গলদ এবং স্পষ্ট ভ্রান্তি। যেমন-

আল্লাহ বলেছেন (৩১:৩৪), তিনি ব্যতিত কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে মাতৃগর্ভে ভ্রূনের লিংগ (sex) আসলে কি (ছেলে, না মেয়ে)। অথচ বিজ্ঞানের কল্যাণে বর্তমানে বাংলাদেশের মত জায়গায় ও মায়ের পেটে থাকা অবস্থায়ই বাচ্চার লিংগ জানা সম্ভব আল্ট্রাসোনোগ্রাম/এক্সট্রাউল্ট্রাসোনোগ্রাম/এক্সট্রাউল্ট্রাসোনোগ্রাম টেস্টের মাধ্যমে। ক্বোরাণের বহু জায়গায় বলা হয়েছে, *জমাট রক্ত থেকে মানুষের সৃষ্টি করা হয়েছে* (২৩:১৪, ৭৫:৩৮, ৯৬:২) যার সাথে বিজ্ঞানের বেমিল ছাড়া কোন মিল নেই। দীর্ঘদিন জীব বিজ্ঞানের একজন কৃতি ছাত্র হিসেবে এ কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, *জমাট রক্ত থেকে মানুষ* -এ জাতীয় তত্ত্ব জীব বিজ্ঞানের একজন ছাত্র/ছাত্রীর সাথে আলাপ করা মানে হচ্ছে তাঁকে বলে দেয়া- ক্বোরাণ কোন মহাগ্রন্থ তো নয়ই, বরং যুগ কাল ও পারিপার্শ্বিক এর মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি (অসাধারণ) কম্প কাহিনী।

এবারে মানব শিশু জন্মের পূর্ব বর্তী ধাপ গুলি সম্পর্কে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা একটু জেনে নেই:

পুরুষের শুক্রানু (যা আসলে অর্ধেক কোষ বা n) এবং মহিলার ডিম্বানু (অর্ধেক কোষ বা, n) এর মিলনে প্রথমে জাইগোট (যা পূর্ণাঙ্গ একটি কোষ বা, ২n) সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীতে মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে ভ্রূনের (বহুকোষী) আকার ধারণ করে। এই ভ্রূণ আর ও বিভাজিত হয় ব্লাস্টোসাইটে রূপান্তরিত হয়। ব্লাস্টোসাইটের বিভিন্ন স্তর (যথা-এক্সোডার্ম, এন্ডোডার্ম এবং মিসোডার্ম) আস্তে আস্তে এবং নিয়ন্ত্রিত (controlled) জীন এক্সপ্রেসনের উত্তর নির্ভর করে এক সময় হৃদপিণ্ড, লিভার, কিডনী, চক্ষু, ইত্যাদি অংগ প্রত্যঙ্গের জন্ম দেয়। অর্থাৎ, যদি আমরা এই পর্যায়ে ভ্রূনের বিশেষ একটি

স্তর যথা এন্ডোডার্মের কোষ গুলিকে পৃথক করে ল্যাবটরিতে উপযুক্ত পরিবেশ ও বৃদ্ধি উপাদানের (nutrients) উপস্থিতিতে প্যাট্রি ডিশে (বিশেষ এক ধরনের প্লাস্টিকের পাত্র) চাষ (cultivate) করতে পারি, তবে সেগুলি মানব শরীরের বিশেষ অংশে পরিণত হবে। ভ্রূণের এই পর্যায়ের কোষ গুলিকেই স্টেম সেল (stem cell) বলা হয় এবং স্টেম সেল (stem cell) রিসার্চের মূলনীতি এটাই। চিকিৎসা শাস্ত্রে এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। এলজাইমার্স ডিজিজ, পারকিনসন্স ডিজিজ সহ স্নায়ুতন্ত্রের অনেক জটিল অসুখ এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপনের(organ transplant)ক্ষেত্রে স্টেম সেল গবেষণা আশার নতুন দিগন্ত খোলে দিয়েছে।আমেরিকায় বিজ্ঞানীদের প্রায় সকলেই স্টেম সেল গবেষণার পক্ষে মতামত দিলে ও বুশ প্রশাসন এবং রক্ষণশীল খৃস্টান দের বিরাট একটি অংশ মনে করে, প্রতিটি স্টেম সেলের মধ্যে যেহেতু এক একটি পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে রূপান্তরিত হওয়ার সকল উপাদান বিদ্যমান, সেহেতু এ ধরনের গবেষণার মাধ্যমে স্টেম সেলের আসল গন্তব্যকে কৃত্রিম ভাবে পরিবর্তন করে দেয়া হয়, যা অনৈতিক (!)। আমেরিকার এ সমস্ত রক্ষণশীল ধার্মিক গোষ্ঠির নীতিজ্ঞান (?) দেখে আপনাতাই মনে প্রশ্ন জাগে- যে বুশ প্রশাসন বোমা দ্বারা ইরাক-লেবাননে লক্ষ লক্ষ নিরীহ জীবিত শিশু-মহিলা ও সাধারণ মানুষের প্রাণ হরণ করে যাচ্ছে, তারা একটি অপরিণত ভ্রূণকে বাঁচিয়ে রাখতে কতই না চেষ্টামেচি করতে পারে! জীবিতদের জীবনের মূল্য কি একটি অপরিণত ভ্রূণের চাইতে বেশি?

মূল প্রসংগে ফিরে আসি। জামিলুল বাসার কি জানেন, মানুষের প্রজনন এবং মাতৃ জঠরে মানব শিশুর বৃদ্ধি সংক্রান্ত উপরে বর্ণিত তথ্যের সন্ধান কেমন করে বিজ্ঞানীরা পেলেন? না, এখানে ক্লোনিং-বেদ-বাইবেল কোন কাজে আসেনি, আসার কথা ও নয়। বহু বহু বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ-যা বিজ্ঞানের যে কোন আবিষ্কারের বেলায়ই সত্য-এর ফলেই জীব বিজ্ঞানীদের পক্ষে এসব জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়েছে। যেমন- জীবের বৃদ্ধি ও প্রজনন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে বিজ্ঞানীরা প্রথমে উদ্ভিদ ও নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের উপর পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ চালিয়েছেন। কী দুঃখের কথা, এ সব সাধারণ কথা কোন কোন মানুষের (এরা একেবারেই অশিক্ষিত হলে না হয় কথা ছিল) কাছে প্রমাণ করার জন্য ২০০৬ সালে এসে ও আমাকে লিখতে হচ্ছে এ রকম একটি প্রবন্ধ!

মুহম্মদ কি মডার্ণ জীব বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতেন? মোটে ও না। বরং তিনি এ সব বিষয়ে ভয়াবহ অজ্ঞ ছিলেন এবং এ জন্য তাঁকে আমি দোষ দিচ্ছি না কারণ কেউই তার আমলের স্থান-কাল-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতার উর্দে নয় কিন্তু বেদনার কথা এই, তাঁর উন্মতকূল তাঁকে নিয়ে আকাশ-কুসুম সব গল্প রটিয়েই পিছ-পা হয়নি, সেগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি (?) ও খোঁজে বেড়াচ্ছে। আর ও দু' একটা উদাহরণ দেয়া এখানে জরুরী।

(এই পর্বে সমাপ্ত করা গেল না বলে দুঃখিত। আগামী পর্বে সমাপ্ত করার অঙ্গীকার রইল। -জা, আ)

নিউ ইয়র্ক
০৮ আগস্ট ২০০৬

* http://www.mukto-mona.com/Articles/jamilul_bashar/Jamil_Jahed.pdf